History Study Material

Dumkal College

Semester-6, DSE Course-III

[History of Women in India]

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী সমাজের ভূমিকা। [Women in Indian Literature]

উনিশ শতকের নবজাগরণের আবহে নারীশিক্ষা ক্রমবিস্তারের সাথে সাথে সাহিত্যের জগতে নারীর প্রবেশের এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। মহিলাদের ছোটো ছোটো প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ইত্যাদি বেরোতে থাকে সে সময়কার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। পুরুষের সম্পাদিত বিখ্যাত পত্রিকা বামাবোধিনী (যার মধ্যে বামা-রচনা নামে একটি আলাদা বিভাগ ছিল) এবং মহিলাদের সম্পাদিত বেশ কিছু পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল **কুমুদিনী বসু** কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম মহিলা পত্রিকা **বঙ্গলক্ষ্মী** (১২৭৭ বঙ্গাব্দ), **সরযূবালা দত্তর** ভারত মহিলা, **স্বর্ণকুমারী দেবী** সম্পাদিত ভারতী, **নিরুপমা দেবী** সম্পাদিত পরিচারিকা এবং **লীলাবতী নাগ** (রায়) সম্পাদিত জয়শ্রী। সেই সঙ্গে ছিল মহিলা সম্পাদিত কয়েকটি সাপ্তাহিকী, যার মধ্যে অন্যতম এবং প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ সালে **বঙ্গবাসিনী** নামে। সেকালের প্রেক্ষিতে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা, কৌলীন্য প্রথা, পণ প্রথা, বিধবার জীবনের গ্লানি এবং নারীর জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুতি সমেত অসংখ্য রচনা প্রকাশিত হয় এসব পত্রিকায়। আর সঙ্গে থাকত নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রসার, নারীর স্বাধীনতা ও আর্থিক স্বনির্ভরতার বিষয়ে জোরালো বক্তব্য। উদাহরণস্বরূপ, লীলা রায়ের জয়শ্রী পত্রিকায় মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতা সম্বন্ধে লেখা হয়েছেঃ "পরের অধীনতা ছিন্ন করিতে হইলে এবং নিজের শক্তির উপর দাঁড়াইতে হইলে সর্বপ্রথমেই আর্থিক স্বাধীনতা আবশ্যক। ... যে স্ত্রীর নিজের অন্নসংস্থানের ক্ষমতা নাই—তার স্বামীর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপাই নাই।" নারীর আর্থিক উপার্জনের সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট যুক্তি রেখেছেন রোকেয়া হোসেন ১৯০৫ সালে ভারত মহিলা পত্রিকায়ঃ "উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কী হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারি না?" শুধু কলকাতা কিংবা ঢাকা শহর নয়, দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও নারীরা সাহিত্যচর্চা চালিয়ে গিয়েছেন।

এসব পত্র-পত্রিকা ছাড়াও সেযুগের নারীর সাহিত্যচর্চার হদিশ পাওয়া যায় তাঁদের কিছু আত্মজীবনীমূলক রচনায়। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয় **কৃষ্ণকামিনী দেবীর** 'চিত্তবিলসিনী'।

Dumkal College

এরপর ১৮৬৩ সালে প্রকাশ পায় **কৈলাসবালা দেবীর** 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থান'। এছাড়াও আছে **রাসসুন্দরী দেবীর** 'আমার জীবন' (১৮৭৬) এবং প্রখ্যাত ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনের মা **সারদাসুন্দরীর** 'আত্মকথা' এবং **সরলাদেবীর** 'জীবনের ঝরাপাতা'। একালের তরুণ গবেষকরা কিছু কিছু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ও প্রকাশিত গ্রন্থের ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে নতুনভাবে মুদ্রিত করছেন এসব রচনার পুনর্মূল্যায়নের কারণে।

বিশ শতকের গোড়ায় **বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন** এর 'মতিচুড়' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৪ এবং ১৯২২ সালে। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্প 'Sultana's Dream'. রোকেয়ার একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ'-এর প্রকাশকাল ১৯২৪। এছাড়াও আছে রোকেয়ার অসংখ্য রচনা। আজকের দিনের নিরিখে সেই সময়ে নারীর লেখায় সাহিত্যিক উৎকর্ষ ততটা না থাকলেও তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক দলিলগুলিতে। বিশ শতকের মাঝামাঝি **আশাপূর্ণা দেবীর** বিশাল রচনা ভাণ্ডারের মধ্যে অন্যতম তার কালজয়ী উপন্যাস প্রথম প্রতিশ্রুতি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। ক্রমে ক্রমে আরও প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থেরই বর্ধিত রূপ *সুবর্ণলতা* এবং *বকুলকথা।* প্রথম প্রতিশ্রুতির 'সত্যবতী' চরিত্র মনে হয় বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসে তিন প্রজন্মের নারীর জীবনাল্লেখ্য গ্রন্থিত করেছেন। তাঁর জ্ঞানপীঠ ও আনন্দপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি সমস্ত বাঙালি নারীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। আর্থ-সামাজিক স্তরের নীচের তলার মানুষের জীবনসত্যও যে সাহিত্যরসের জারকে কতখানি, সংবেদনশীল ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে, **মহাশ্বেতা দেবী** (ভট্টাচার্য) তার বিভিন্ন রচনা ও উপন্যাসে, বিশেষত *বিরসা মুণ্ডার* কাহিনী, *হাজার চুরাশির মা* এবং *রুদালী* প্রভৃতিতে সে পরিচয় রেখেছেন। সাম্প্রতিককালেও নারী সাহিত্যিকের অভাব নেই। **নবনীতা দেবসেনের** রম্যরচনা ও বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় লেখা অথবা পরবর্তীকালের **সুচিত্রা ভট্টাচার্য** ও **বাণী বসুর** লেখার প্রসাদগুণ অনেককেই মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে আছেন **তিলোত্তমা মজুমদার** ও **সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রভৃতি তরুণী লেখিকারা।

এছাড়াও বর্তমানে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও উপন্যাস সবক্ষেত্রেই যে অসংখ্য মহিলারা কলম ধরেছেন, তা বলাই বাহুল্য। অনেকেরই গল্প এবং কবিতা ও উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে নানাভাবে, নানা মাত্রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এক বিশেষ নারীবাদী কবি **মল্লিকা সেনগুপ্তর** নাম। তাঁর অকাল প্রয়াণ আধুনিক কবিতার

Dumka College

জগতে এক শক্তিময়ী লেখিকাকে হারাল। সুতরাং সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন- উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া ও কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

Dumkal College